



৪৭-সূরা মুহাম্মাদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অমোচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। যাহারা অস্বীকার করে এবং নোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে নিরত রাখে— তিনি তাহাদের সকল কর্ম বার্থ করিয়া দেন ।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ②

৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—এবং যাহা মুহাম্মাদের উপর নামেন করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমানি আনে— বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য— তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সম্বন্ধে দ্রুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ③

৪। ইহা এই জন্য যে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে । এইভাবেই আল্লাহ মানব জাতির জন্য তাহাদের উপমাসমূহের (মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়) বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ④

৫। অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সংগে যুদ্ধে নিপু হও তখন (তাহাদের) প্রাণবদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া) নও, তখন যখনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পন নইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অন্ত রাখিয়া দেয় । ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ)। এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন । এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না ।

وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَغْنَتْكُمْ قَتْلُ الْوُثَاكِ فَأَمَّا مَتَّ بَعْدَ وَرَمَا فِدَائِهِمْ فَتَصَّ الْعَرَبُ أَوْ ذُرَاهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُجْزَلَ أَعْمَالَهُمْ ⑤

৬। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে হেদায়াতের (সফলতার) পথে লইয়া যাইবেন, এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ①

৭। এবং তাহাদিগকে সেই ডাঙ্গাতে দাখিল করিবেন যাহার পরিচয় তিনি পূর্বেই তাহাদিগকে দিয়াছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ②

৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পাণ্ডলিকে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَقْدَامَكُمْ ③

৯। এবং তাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ভাগ্য ধ্বংস অবধারিত এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّسَّا لَهُمْ وَاضَلَّ عَنْهُمُ ④

১০। ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহা ঘৃণা করিয়াছে যাহা আল্লাহ নাযেল করিয়াছেন; ফলে তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ عَنْهُمُ ⑤

১১। অতএব তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং তাহারা দেশে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? আল্লাহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَيْفَ ⑥

১২। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনিয়াছে, পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন অধিভাবক নাই।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ⑦

১৩। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করে, এবং তাহারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এইরাপেই আহার করিয়া বেড়ায় যেরূপে চতুর্দশ ভক্ত আহার করিয়া বেড়ায়, এবং (পরিশেষে) আগুন হইবে তাহাদের আবাসস্থল।

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغُلِبُوا الْغَيْبِ جَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَاللَّهُ مُنَوِّسٌ لَهُمْ ⑧

১৪। এবং এমন কত জনপদ ছিল, যাহারা তোমার সেই জনপদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহা তোমাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না।

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ إِسْتَدَّ قَوْمٌ مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا بَاقِي لَهُمْ ⑨

১৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহাকে তাহার কার্যের অনিষ্টতাকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের হীন প্রৱত্তির অনুসরণ করিয়াছে ?

১৬। মুত্তাকীপণকে যে জাম্বাতের প্রতিমূর্তি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণঃ উহাতে নির্মল-বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে; এবং দুধের নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ থাকিবে; এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নহরসমূহ থাকিবে। এবং তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদি এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা। (এইরূপ জাম্বাতবাসীগণ কি) তাহাদের ন্যায় হইতে পারে যাহারা দীর্ঘকাল আগুন বাস করিবে এবং যাহাদিগকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়ী-ভুড়ি জ্বিড়িয়া ফেলিবে ?

১৭। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতে থাকে, অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে তাহারা বলে, 'এক্ষণি সে এই সব কি বলিল ?' ইহারা এমন লোক, যাহাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ্ মোহরাক্ষিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা নিজেদের প্রৱত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

১৮। এবং যাহারা হেদায়াত পায় তিনি তাহাদিগকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাকওয়া দান করেন।

১৯। অতএব তাহারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা তাহাদের নিকট অকস্মাতঃ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ উহার লক্ষণসমূহ আসিয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু যখন উহা কার্যতঃ তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাহাদের কি উপকার করিবে ?

২০। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ বাতীত অন্য কোন আশ্চর্য নাই; এবং তুমি তোমার (মানবীয়) দৃষ্টি-বিচ্ছাতির জন্য ক্ষমা ও হেফাজত প্রার্থনা কর, এইরূপে মো'মিন পুরুষ ও মো'মিন নারীদের জন্যও। এবং আল্লাহ্ তোমাদের এদিক

أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كُنْزٌ لَّهُ سُوِّ عَلَيْهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ①

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَيْرِ لَّدَىٰ لِلشَّرِبِ ② وَأَنْهَارٌ مِّن عَمَلٍ مُّصَفٍ ③ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ ④ مِّن رَّبِّهِمْ كُنْزٌ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ⑤

وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَعِبُ إِلَيْكَ ⑥ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا ⑦ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑧

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ⑨

فَهُل يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ⑩ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ⑪ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ⑫

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ⑬ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ⑭ وَاللَّهُ يَدْعُ الْمُتَّقِلَّكُمْ ⑮

ওদিক গমনাগমনস্থল ও অবস্থানস্থলকে ভালভাবে জানেন।

২১। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'কোন সূরা কেন নাযেল করা হইল না?' অতঃপর যখন এমন দ্বার্থহীন-সুদৃঢ় সূরা নাযেল করা হয় যাহার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ভাবে মৃত্যুর ঘোর অচেতন্য ব্যক্তি তাকায়। সুতরাং তাহাদের জন্য ধ্বংস!

২২। (তাহাদের আচরণ হওয়া উচিত ছিল) আনুগত্য করা এবং সংগত কথা বলা। অতঃপর যখন (যুদ্ধের) বিষয় চূড়ান্ত হয় তখন যদি তাহারা আল্লাহর সঙ্গে সতাপরায়ণতা দেখাইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হইত।

২৩। অতএব, যদি তোমরা শাসন-ক্ৰমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা কি পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেড়াইবে না?

২৪। ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

২৫। তবে কি তাহারা কুরআনের উপর মনোনিবেশ করে না, অথবা তাহাদের অন্তরগুলির উপর তাল্লা লাগানো আছে?

২৬। যাহারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।

২৭। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহাকে যাহারা ঘূণা করে তাহাদিগকে ইহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করিব; এবং আল্লাহ্ তাহাদের সকল গোপন রহস্য জানেন।'

২৮। সুতরাং যখন ফিরিশতাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে তখন তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হইবে!

﴿مَثْوٰىكُمْ﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا
أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّكَمَّلَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
الْمَغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ ۖ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ
صَدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ
وَتَقَطِّعُوا أَرْعَامَكُمْ ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَتْهُمْ دَآعًى
أَبْصَارُهُمْ ۝

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَطَّ
لَهُمْ ۝

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا سَوَّلَ اللَّهُ
سَوْطَيْنَاكَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِسْرَارَهُمْ ۝

فَلْيَكْفِ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يُضَارِبُونَ وُجُوْهُهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ۝

৩
৭

২৯। ইহা এইজন্য হইবে যে, যাহা আলাহকে অস্বুষ্টি করে তাহারা উহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি (সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা-সাধনাকে) তাহারা ঘৃণা করে। সুতরাং তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

৩০। তাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা কি মনে করে যে, আলাহ তাহাদের (অন্তর্নিহিত) হিংসা-বিদ্বেষকে কখনও প্রকাশ করিবেন না?

৩১। এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিতাম, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণগুলির দ্বারা নিশ্চয় চিনিয়া নাইতে। এবং তুমি (এখনও) নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের কথার স্বর ভংগীর দ্বারা চিনিতে পারিবে। এবং আলাহ তোমাদের কৃত-কর্মকে জানেন।

৩২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারীগণ ও ধৈর্যশীলগণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিব,। এবং তোমাদের (সঠিক) অবস্থা অবহিত করিয়া দিব

৩৩। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আলাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হইবার পরও তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা আলাহর আদৌ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; পরন্তু তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! তোমরা আলাহর আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের কৃত-কর্মসমূহকে নষ্ট করিও না।

৩৫। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আলাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তৎপর কাকের হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আলাহ কখনও ক্ষমা করিবেন না।

৩৬। সুতরাং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা অগ্রসর হইও না এবং সজ্জির জন্য আবেদন করিও না; অবশেষে তোমরা বিজয়ী হইবে। এবং আলাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করিবেন না।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٠﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخَيِّجَ
اللَّهُ أَضْعَافَهُمْ ﴿٣١﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَارْسَلْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ
لَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٢﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ عَنْ تَعْلَمَ الْمُجِيدِينَ وَمَنكُمْ وَ
الضَّالِّينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ عَنْ تَعْلَمَ الْمُجِيدِينَ ﴿٣٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
سَأَلُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى
لَن يُخَفِّرَ اللَّهُ شَيْئًا وَيَسْخَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٦﴾

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْكَافِرُونَ
وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَفْزِعَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৭। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ বাতীত আর কিছুই নহে; এবং তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবনমন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না।

৩৮। যদি তিনি তোমাদের নিকট সম্পদ চাহেন এবং তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তোমরা কার্পণ্য করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের ঈমান-বিদ্বেষকে তোমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

৩৯। ওন ! তোমরাই হইতেছ সেই নোক, যাহাদিগকে আল্লাহর পথে খরচ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ্য করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত। এবং যদি তোমরা বিমুখ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের স্থানে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন, তখন তাহারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হইবে না।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا
وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَثْمَالَكُمْ ③

إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيُخَفِّكُمْ بَخْلًا وَيُخْرِجْ
أَمْثَالَكُمْ ④

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَإِنْ كُمْ مِّنْ يُبْخِلْ وَمَنْ يُبْخِلْ فَإِنَّمَا يَخْشَىٰ لِنَفْسِهِ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ⑤